পাক্ষিক

আহমদী

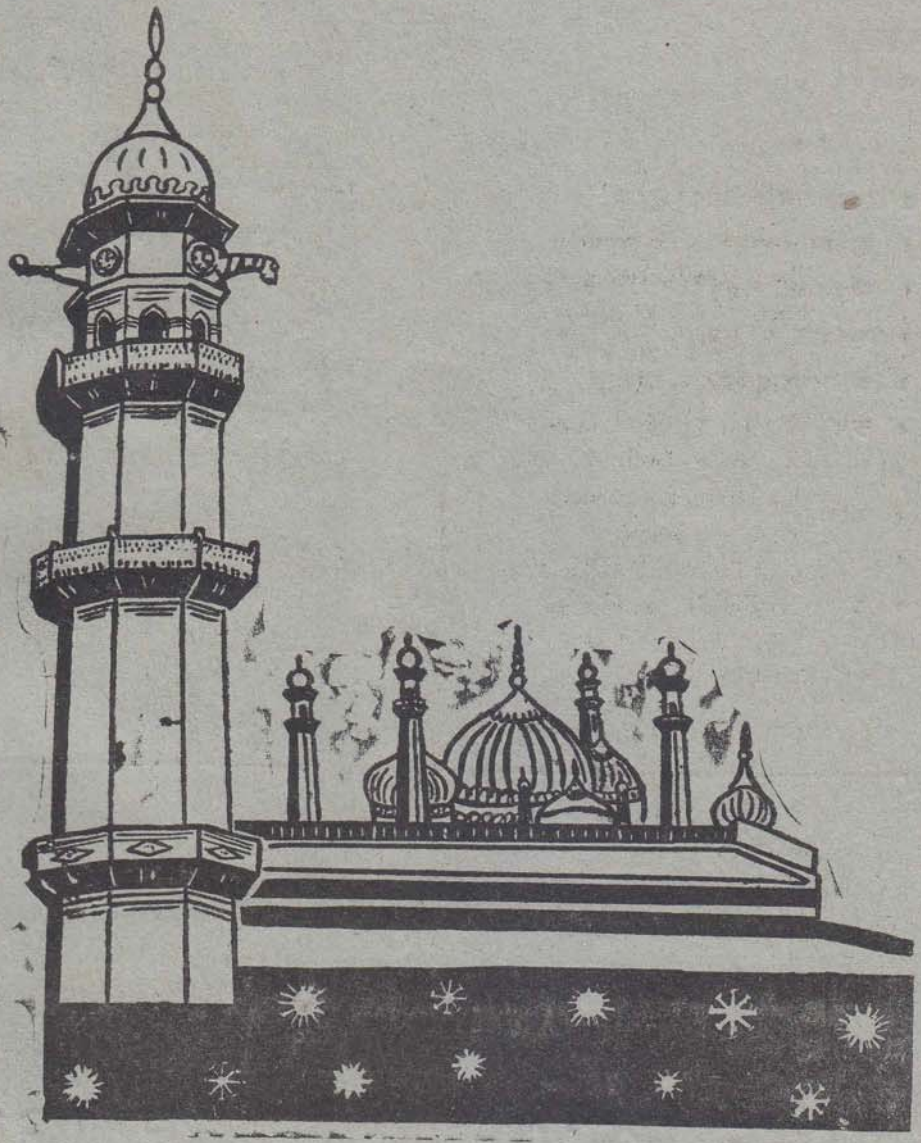

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২২শ সংখ্যা
৩০শে মার্চ, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

২২শ সংখ্যা
৩০শে মার্চ, ১৯৬৯ ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৮৭৫
হাদীস	অনুবাদক—মামুহদ আহমদ	৮৭৭
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮৭৯
হায়াতে তাইয়্যেবা	অনুবাদ—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮৮০
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	৮৮৩
ন্যায় বিচারক মাহ্‌দী	মাহমুদ আহ্‌মদ	৮৯০
সওয়াল ও জওয়াব	মোঃ আনিসুর রহমান সাদেক	৮৯৩
সংবাদ		৮৯৫
জরুরী বিজ্ঞপ্তি	শহিদুর রহমান	৮৯৬
সূরা আল-মাউন	আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮৯৭

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

॥ হাদিস ॥

তওবা এবং ইস্‌তেগফার

অনুবাদক—বশির আহমদ

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খাদেম, হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা নিজের বান্দার তওবাতে এত আনন্দিত হন যে, সেই ব্যক্তিও তত আনন্দিত হয় না, যে জনশূন্য জঙ্গলে পর্যাপ্ত পরিমাণে আহারাদি বোঝাই তাহার হারানো উট হঠাৎ পাইয়া ফেলে।

এক অন্য বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা নিজের বান্দার তওবাতে সেই ব্যক্তি হইতেও বেশী আনন্দিত হন, যে এই অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, তাহার উট জনশূন্য জঙ্গলে হারাইয়া যায়, এবং উহার উপর তাহার পানাহারের সমস্ত জিনিষ বোঝাই করা ছিল। সে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল এবং এদিকে সেদিকে অনুসন্ধানের পর নিরাশ হইয়া দুঃখের তীব্রতায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এক গাছের নীচে শুইয়া পড়িল এবং তদবস্থায় সে ঘুমাইয়া পড়িল। হঠাৎ সে জাগ্রত হইয়া দেখিল যে, তাহার উট তাহার পাশে দাড়াইয়া আছে। সে আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল, উটের নাকের দড়ি ধরিল এবং সেই আনন্দের ভিতরেই অকৃত্রিমভাবে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার প্রভু। অর্থাৎ সে আনন্দে বিহবল হইয়া উল্টা বলিয়া ফেলিয়া ছিল!

(২)

হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম বলিয়াছেন কান্নাকাটির পূর্বেই বান্দা যখনই তওবা করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার তওবা কবুল করেন। অর্থাৎ তাহার তওবা রদ করা হয় না।

(৩)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি রসুল করীম (সাঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, পাপ হইতে প্রকৃত পক্ষে যে তওবা করে, সেই ব্যক্তি এইরূপ, যেন সে কোন পাপই করে নাই। যখন আল্লাহ্‌তায়ালা কোন ব্যক্তির সহিত মহব্বত করিয়া থাকেন, পাপ কখনো তাহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। অর্থাৎ পাপের প্রলোভন তাহাকে অনিষ্টের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং পাপের কুফল হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে রক্ষা করেন। তারপর হুযুর এই আয়াত পাঠ করিলেন—

إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌তায়ালা সেই ব্যক্তিদের ভালবাসেন, যাহারা তওবা করে এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে।" রসুল করীম (সাঃ)-কে বলা হইল, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তওবার চিহ্ন কি? তিনি বলিলেন, লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হওয়া তওবার চিহ্ন।

(৪)

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে

নিরানব্বই জনকে খুন করিয়াছিল। শেষে তাহার হৃদয়ে অনুতাপ হইল এবং সে এই অঞ্চলের বড় আলেমের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল, এইজন্য যে তাহার নিকট হইতে এই পাপের প্রায়শ্চিত্য কি তাহা জিজ্ঞাসা করিবে। তাহাকে একজন দুনিয়ার প্রতি লালসাহীন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ঠিকানা বলা হইল। সে তাঁহার নিকট আসিল এবং বলিল, আমি নিরানব্বইটি খুন করিয়াছি, আমার তওবা কি কবুল হইবে? তিনি বলিলেন, এই রকম ব্যক্তির তওবা কি ভাবে কবুল হইবে এবং এত বড় পাপের কি ভাবে ক্ষমা হইতে পারে? সে ব্যক্তি তাহাকেও খুন করিয়া ফেলিল। এইভাবে তাহার একশত খুন পুরা হইয়া গেল। আবার তাহার হৃদয়ে অনুতাপের সঞ্চার হইল। সে আরও বড় আলেমের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাকে একজন বড় আলেমের ঠিকানা বলা হইল। সে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল আমি একশত জনকে খুন করিয়াছি, আমার তওবা কি কবুল হইবে? তিনি বলিলেন, হুঁা, কেন হইবে না? তওবার দ্বার কি ভাবে রুদ্ধ হইতে পারে এবং তওবা-কারী এবং তাহার তওবা কবুল হওয়ার মধ্যস্থলে কে প্রতিবন্ধক হইতে পারে? তুমি অমুক জায়গায় যাও। সেখানে কিছু লোককে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদতে এবং দীনের কাজে নিযুক্ত দেখিবে তুমিও তাহাদের সহিত পুণ্য কাজে সামিল হইয়া যাইও এবং তাহাদের সাহায্য করিও। অতঃপর তুমি আর এই অঞ্চলে ফিরিয়া আসিবে না, কেননা ইহা খারাপ এবং অনাচার-পূর্ণ অঞ্চল। তখন সেই ব্যক্তি নির্দেশিত দিকে হাটিতে শুরু করিল। অতঃপর সে মাত্র অর্ধেক পথই গিয়াছিল যখন তাহার মৃত্যু হইল। তখন তাহাকে লইয়া "রহমত" এবং "আযাবের" ফেরেস্তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হইল। রহমতের ফেরেস্তা বলিল যে, সে তওবা করিয়াছে এবং পবিত্র হৃদয়ের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মগ্ন হইয়াছে। এইজন্য আমরা তাহাকে জান্নাতে লইয়া যাইব। আযাবের ফেরেস্তা বলিল, সে কোন পুণ্য কাজ করে নাই তাহাকে কিভাবে ক্ষমা করা যাইতে পারে? ইতিমধ্যে এক ফেরেস্তা মানুষের রূপে আসিল। তাহারা তাহাকে তৃতীয় পক্ষ মানিয়া লইল। সে দুই জনের কথাবার্তা শুনিয়া বলিল, সে যে অঞ্চল হইতে আসিতেছে এবং যে দিকে যাইতেছে ইহার মধ্যবর্তী স্থান মাপিয়া লও। যে অংশের দিকে সে বেশী নিকটে হইবে সে সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অতঃপর তাহারা জায়গা মাপিল, তাহারা তাহাকে সেই অঞ্চলের বেশী নিকটবর্তী পাইল, যে দিকে সে যাইতেছিল। অতঃপর তাহাকে রহমতের ফেরেস্তা জান্নাতে লইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

★

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

"খোদা তায়ালার সহিত আমাদের জামাতের সত্যিকার সম্বন্ধ হওয়া উচিত এবং তাহাদের এজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দেন নাই; বরং তাহাদের ঈমানী শক্তিগুলিকে একীন (দৃঢ়-বিশ্বাস)-এর পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য আপন কুদরতের শত শত নিদর্শন দেখাইয়াছেন। তোমাদের মধ্য হইতে কি এমন কেহ আছে, যে ইহা বলিতে পারে যে, সে কোনো নিদর্শন দেখে নাই? আমি দাবীর সহিত ইহা বলিতে পারি যে, এরূপ একজন ব্যক্তিও নাই, যে আমার সহচার্যে থাকিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, অথচ সে খোদাতায়ালার তাজা ও অভিনব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখে নাই।

আমাদের জামাতের প্রয়োজন, তাহাদের ঈমান যেন উন্নতি লাভ করে; খোদাতায়ালার উপর সত্যিকার বিশ্বাস ও তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় এবং নেক কার্যে যেন অলসতা না আসে। কেননা যদি অলসতা আসে, তাহা হইলে অজু করাও কষ্টকর বলিয়া মনে হয়, তাহাজ্জুদ পড়া ত দূরের কথা। যদি সৎ-কর্মের যোগ্যতা ও প্রেরণার সৃষ্টি না হয় এবং পুণ্য কার্যে প্রতিযোগিতার জন্য উৎসাহ সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা বৃথা। আমার জামাতে সেই ব্যক্তিই শামেল, যে আমার শিক্ষাকে কার্যব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে এবং উৎসাহের সহিত সাধ্যানুযায়ী উহার উপর আমল করে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু নাম লিখাইয়া শিক্ষানুযায়ী আমল করে না, তাহার ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদাতায়ালা এই জামাতকে একটি বিশেষ জামাত রূপে গঠন করিতে চাহেন এবং যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত নহে, সে শুধু নাম লিখাইয়া এই জামাতে থাকিতে পারিবে না। তাহার উপর কোন না কোন এরূপ মুহূর্ত আসিবে, যখন সে জামাত হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে। সুতরাং যথাসম্ভব নিজেদের আমলকে আমার শিক্ষানুযায়ী বাস্তবে রূপায়িত করিতে সচেষ্ট হও।"

(বাহরুল এরফান, ৪২, ৪৩)।

অনুবাদ— আহমদ সাদেক মাহমুদ

★

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

হযরত মসিহ্ মওউদ (আ:)-এর পবিত্র জীবনী

মৌলবী আবদুল কাদির

অনুবাদক— এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্লেগের নিদর্শন ও জামাআতের অসাধারণ উন্নতি :

উপরে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, হযরত আকদাস সর্ব প্রথম ১৮৯৮ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী একটি ইশতাহারের দ্বারা জনসাধারণকে তাঁহার একটি স্বপ্নের বিষয় জ্ঞাত করেন যে, দেশে প্লেগের বিস্তার হইবে এবং ইহার প্রতীকার 'তাওবা' ও 'এস্তাগফার' ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতঃপর, ১৯০১ সনের ১৭ই মার্চ, যখন দেশে কোথাও কোথাও প্লেগে প্রাণহানি ঘটিতে লাগিল, তখন হুযুর লোকদিগকে হাসি বিদ্রূপ, স্বেচ্ছাচারিতা ও বিপথগামিতা হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রত্যেককেই আপনার মধ্যে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকেরা এই সময়োচিত সতর্কবাণী দ্বারা উপকার লাভ করিল না। বরং হাসি বিদ্রূপে আরো বাড়িয়া গেল। ফলে 'যুল জালাল' মহা গৌরবময় খোদার 'গযব' তাঁহার রোষাগ্নি পৃথিবীতে প্রজ্জলিত হইল। ১৯০২ সনে প্লেগের এমন প্রকোপ উপস্থিত হইল যে, মানুষ কুকুরের ন্যায় উন্মাদ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। এক এক গৃহে কোন কোন সময় সমস্ত গৃহবাসীই প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গেল। কেহ তাহাদিগকে পানি পর্যন্ত দিতে দেখা যাইত না। মৃতদেহগুলি গৃহে গৃহে পড়িয়া থাকিয়া পঁচিত। কেহ ঐগুলিকে উঠাইয়া দাফন করিবার সাহস বা শক্তি অনুভব করিত না। এক তো প্লেগ হইতে আত্মরক্ষার্থে মানুষ প্লেগাক্রান্ত রোগীর নিকট এই ভয়েও যাইত না যে, পাছে নিজেই এই দুষ্ট ব্যধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়, মহামারির প্রচণ্ড ও ক্ষিপ্র বিস্তারের ফলে কচিৎ কেহ বাঁচিয়া থাকিলেও, তাহার অবস্থা "এক আনার ও শত রোগী" স্বরূপ ছিল। বেচারা কাহার সেবা করিত? কাহার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিত? ফলে, মানুষ এক মহা ভয়াবহ বিপদে নিপতিত ছিল। হযরত আকদাস এই সকল অবস্থার কারণে ঐশী নির্দেশের আলোতে 'দাফে-উল বলা' ও 'মেয়া'রুসআসতাফা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[১]

এই পুস্তিকায় এক তো বাহ্যিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তারপর, প্রকৃত ও মূল চিকিৎসার প্রতি মনোযোগী হইতে বলা হয় এবং তাহা এই যে, গুণাহ্ ও অপকর্ম হইতে তওবা করিয়া আপন খালেক ও মালেকের সহিত সত্যিকার সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং যাঁহাকে খোদাতায়ালা এ যুগের 'মামুর' করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার দিকে মনোনিবেশ করে। এই কেতাবে তিনি ঐ সকল

১। ১৯০২ সনের ২৩শে এপ্রিল, ইহা প্রকাশিত হয়।

এলহামও স্মরণ করাইয়া দেন, যাহা ১৯৯৮ সনের ২৬শে মে তারিখের ইশতাহারে প্রকাশ করিয়া ছিলেন। হুযুর বলিতেছেন যে, খোদা বলিয়াছেন ঃ

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم انه اوى القرية

অর্থাৎ খোদা এই অভিপ্রায় করিয়াছেন যে, এই প্লেগের মহামারিকে কখনো দূর করিবেন না, যে পর্যন্ত মানুষ ঐ সমস্ত ধারণা দূর না করে, যাহা তাহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে আছে। অর্থাৎ, যে পর্যন্ত মানুষ খোদার মামুর ও রসুলকে স্বীকার করে, সেই পর্যন্ত প্লেগ দূরীভূত হইবে না। এবং সেই সর্বশক্তিমান খোদা কাদিয়ানকে প্লেগের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করিবেন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার যে, কাদিয়ান নিরাপদ থাকার কারণ খোদার সেই প্রেরিত রসুল কাদিয়ানে আছেন।'১

اوى শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া হযরত আকদাস বলিলেন যে, اوى অর্থ ধ্বংস ও ছত্রভঙ্গ হওয়া হইতে নিরাপদ রাখিয়া নিজের আশ্রয়ে গ্রহণ করা। অন্য কথায় انه اوى القرية অর্থ কাদিয়ান ভীষণ ধ্বংসকারী প্লেগ, যাহাকে আরবী ভাষায় 'তাউনে জারেফ' অর্থাৎ ঝাড়ুদারক প্লেগ বলিয়া কথিত হয়, যদ্বারা মানুষ নানা স্থানে পলায়ন করে এবং কুকুরের ন্যায় মরে এবং তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবার কেহও থাকে না—এই প্রকার অবস্থা কখনো কাদিয়ানের উপরে আসিবে না।

উপরোক্ত এলহামের ব্যাখ্যায় তিনি আরো এলহাম বর্ণনা করিলেন :

لو لا كرام لهلك المقام

অর্থাৎ, "এই সেলসেলার সম্মানের প্রতি আমার দৃষ্টি না থাকিলে আমি কাদিয়ানকেও ধ্বংস করিতাম।"

"এই এলহাম হইতে দুইটি কথা বুঝা যায়। প্রথম, মানুষের সহ্য শক্তির সীমানা পর্যন্ত কোন সময় কাদিয়ানেও কোন ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটিলে, যাহা ধ্বংসাত্মক হইবে না এবং পলায়ন ও ছত্রভঙ্গের কারণ হইবে না—কোন দোষ হইবে না। কারণ, হঠাৎ কোন একটা কিছু হওয়া, না হওয়ার ন্যায়। দ্বিতীয়, ইহা জরুরী যে, যে সকল গ্রামে বা সহরে কাদিয়ানের তুলনায় ঘোর উদ্ধত, দুষ্ট, জালেম, কদাচারী, অশান্তিকারী এবং সেলসেলার সাংঘাতিক শত্রুগণ বাস করে, তাহাদের সহরে পল্লীতে নিশ্চয়ই মহা ধ্বংসাত্মক প্লেগ প্রকাশিত হইবে। এমন কি, মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিবে। اوى শব্দের ব্যাপকত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এই অর্থ করিয়াছি এবং দাবী পূর্বক বলিতেছি যে, কাদিয়ানে কখনো মহামারাত্মক প্লেগ, 'তাউনে জারেফ' দেখা দিবে না। কিন্তু ইহার মুকাবিলায় অন্যান্য সহর পল্লীতে যে সকল জালেম ও অশান্তিকামী ব্যক্তি আছে, নিশ্চয়ই ভয়াবহ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র কাদিয়ানের জন্যই এই প্রতিশ্রুতি আল্ হামদুলিল্লাহে আলা যালেকা।"২

এই কেতাবেই আরো কিছু অগ্রসর হওয়ার পর হযরত আকদাস বলেন ঃ

"আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, সময় আসিতেছে, বরং সন্নিকট যখন মানুষ ইহা বলিতে বলিতে যে

يا مسيح الخلق مدرانا

আমার নিকট দৌড়াইবে। আমি যে বলিয়াছি ইহা খোদার কালাম, ইহার অর্থ এই যে, মানুষের জন্য মসিহরূপে প্রেরিত পুরুষ, আমাদের এই ধ্বংসকারী ব্যাধির জন্য সুপারিশ করুন। তোমরা নিশ্চিত জানিও, আজ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম ব্যতিরেকে তোমাদের জন্য এই মসিহ ব্যতীত অন্য কোন সুপারিশকারী নাই। এই সুপারিশকারী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম হইতে পৃথক নহে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার শাফাআত বরং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামেরই শাফাআত।"১

(১) 'দাফেউল-বলা', ১২—১৪ পৃঃ।

২। 'দাফে-উল-বলা', ১২—১৪ পৃঃ 'হাশিয়া'।

এই প্রকারে হুযুর সকল বিরুদ্ধবাদী ও অস্বীকারকারীদিগকে চ্যালেঞ্জ পূর্বক লিখিলেন :

"আমি খোদাতায়ালার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমি মসিহ্ মাওউদ। আমি সেই ব্যক্তি, যাঁহার জন্য নবীগণ ওয়াদা করিয়াছিলেন। আমার সম্বন্ধে এবং আমার সময় সম্বন্ধে তৌরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন শরীফে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে যে, তখন আকাশে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হইবে, পৃথিবীতে ভীষণ প্লেগ দেখা দিবে। আমার ইহাই নিদর্শন যে, প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীই আমরোহাতেই বাস করুক, বা অমৃতসর, বা দিল্লী, বা কলিকাতা, বা লাহোর, বা গোলড়া, বা বাটালায় বাস করে—সে যদি শপথ পূর্বক বলে যে, তাহার স্থান প্লেগ হইতে পবিত্র থাকিবে, তবে নিশ্চয়ই সেই স্থান প্লেগে আক্রান্ত হইবে। কারণ, সে খোদাতায়ালার বিরুদ্ধে অসিষ্টাচরণ করিয়াছে। এই কথা কেবলমাত্র মৌলবী আহমদ হাসান সাহেব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়।১ এখন তো আকাশের সহিত প্রকাশ্য মুকাবিলার সময় উপস্থিত। যত জন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন, যথা—শেখ মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী, যিনি মৌলবী বলিয়া বিখ্যাত, পীর মেহের আলী শাহ্, গোলড়ভী, যিনি বহু জনকে খোদার পথ হইতে রুখিয়া রাখিয়াছেন, আবদুল মজীদ, আবদুল হক, আবদুল ওয়াহেদ গযনবী যিনি মৌলবী আবদুল্লাহ সাহেবের জামাআতে 'মুলহাম' (এলহাম প্রাপক) বলিয়া অভিহিত হন, মুনশি এলাহি বখ্‌শ সাহেব একাউনটেণ্ট যিনি আমার বিরুদ্ধে এলহামের দাবী করিয়া মৌলবী আবদুল্লাহ সাহেবকে সৈয়দ করিয়াছেন এবং এমন জাজ্বল্যমান অসত্যকে ঘৃণা করেন নাই এবং সেইরূপ নজির হুসানের দেহলবী, যিনি জালেম স্বভাবাপন্ন এবং কাফের ফতওয়া দানের গোড়া, ইহাদের প্রত্যেকেরই উচিত যে, এই সুযোগে তাঁহাদের এলহাম ও ঈমানের সম্মান রক্ষা করেন এবং তাঁহাদের স্ব-স্ব স্থানের সম্বন্ধে ইশতাহার দেন যে, ঐ সকল স্থান প্লেগ হইতে রক্ষা পাইবে। ইহাতে জনসমাজের সর্বোতঃ মঙ্গল এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি সদিচ্ছা রহিয়াছে এবং এই সকল ব্যক্তির মাহাত্ম্য প্রমাণিত হইবে। ইহারা ওলি প্রতিপন্ন হইবেন। নচেৎ তাঁহাদের ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী হওয়ার উপরে শীল মোহর পড়িবে।'১ (ক্রমশঃ)

(১) 'দাফেউল-বলা', ২৫ পৃঃ।

(২) এই মৌলবী সাহেব আমরোহার বাসিন্দা, ছিলেন এবং তকযীব করিতে সর্বাগ্রে থাকিতেন।

★

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আশা করি আমরা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, উহা হইতে পাঠক ইহা বুঝিয়াছেন যে, প্রত্যেক বস্তুকে, তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী পন্থায় জানিতে হয়। জড় জগতেই যখন এক জাতীয় বস্তুর পরিচয়ের পন্থা অন্য জাতীয় বস্তুতে অচল, স্থূল বস্তুর পরিচয়ের পন্থা সূক্ষ্ম বস্তু নির্ধারণে অচল, শক্তি নিচয়ের পরিচয় নির্ধারণে স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তুর পরিচয়ের পন্থা সমূহ অচল, জড় জগত ছড়াইয়া অধিকতর সূক্ষ্ম মনোরাজ্যের বিষয় সমূহের পরিচয় নির্ধারণে শক্তি নির্ধারণের পন্থা অচল এবং মনোরাজ্যের বিষয় সমূহ নির্ধারণের পন্থা আরও অধিকতর সূক্ষ্ম আত্মার স্বত্বা নির্ধারণে অচল, তখন যে কোন জানা জড় এবং কল্পিত পন্থা দ্বারা স্রষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব কি ভাবে নির্ধারিত হইতে পারে? প্রথম স্তরের পন্থা যখন দ্বিতীয় স্তরে, দ্বিতীয় স্তরের পন্থা তৃতীয় স্তরে, তৃতীয় স্তরের পন্থা চতুর্থে এবং চতুর্থের পন্থা পঞ্চমে অচল, তখন প্রথম স্তরের অতীব স্থূল দেখার পন্থা পঞ্চম স্তরের উর্ধে খোদার অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্য কেমন করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে? সৃষ্ট বস্তুকে চেনার পন্থা দিয়া কি ভাবে স্রষ্টাকে চিনিবার কথা কল্পনা করা যাইতে পারে? তিনি বস্তু নহেন যে বস্তুর প্রমাণে তাঁহাকে চেনা যাইবে, তিনি শক্তি নহেন যে শক্তির প্রমাণে তাঁহাকে জানা যাইবে, তিনি ভাব নহেন যে ভাবময় জগতের পন্থায় তাঁহাকে অনুভব করা যাইবে, তিনি সৃষ্ট আত্মা নহেন যে, জীবনের ধারায় তাহাকে বুঝা যাইবে। তিনি অনুপম এক এবং অদ্বিতীয়। বৈজ্ঞানিকগণ ভাল করিয়া জানেন যে এক আয়তন বিশিষ্ট বিন্দু দুই আয়তন বিশিষ্ট রেখাকে কল্পনা করিতে পারে না, রেখা তিন আয়তন বিশিষ্ট ত্রিভূজকে এবং ত্রিভূজ, চারি আয়তন বিশিষ্ট চতুর্ভূজকে, ইত্যাকার ভাবে নিয়তন আয়তন বিশিষ্ট বস্তু উর্ধতন আয়তনের বস্তুকে কল্পনা করিতে পারে না। সুতরাং যিনি সকল আয়তনের স্রষ্টিকর্তা এবং আয়তনের উর্ধে, তাঁহাকে কি ভাবে আয়তনের ছকে পাওয়া যাইবে? এমন কি মানুষের আত্মাও তো এই সকলের ছকে ধরা পড়ে না। দেখার জন্য বস্তুর পরিধি থাকা চাই। যাহার পরিধি নাই, তাহাকে কি ভাবে দেখা যাইবে? বস্তুতঃ কেহই এবং কিছুই তাঁহার মত নহে। সুতরাং তাঁহাকে তাঁহার প্রদত্ত পন্থায় জানিতে হইবে। সেই মহামান্বিত অস্তিত্ব আকাশ পাতাল আলোড়ন করিয়া স্বীয় জীবিত বাণী দ্বারা আত্মা সমূহকে সঞ্জীবিত করিয়া এবং স্বীয় মহান ও মোহন জ্যোতিতে জগতকে উদ্ভাসিত করিয়া এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহাকে জানার পন্থা তিনি প্রতিবারেই জানাইয়াছেন। এ যুগেও জানাইয়াছেন। তাঁহাকে যে ধারায় জানা যায়, বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারকে প্রসারিত করিয়া দেখুন, তাঁহার অপেক্ষা প্রত্যক্ষ সত্য আর কিছুই নাই। বিশ্বে কোটী কোটী বস্তু ও বিষয় আছে, যাহাদের পরিচয় ও অস্তিত্বের প্রমাণে একজন কঠোর নাস্তিকও চক্ষের সাক্ষ্য চাহে না, অন্য প্রমাণে মানিয়া লয়। সুতরাং খোদাকে চোখে দেখা যায় না বলিয়া তিনি নাই, এ যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, অচল ও বাতিল।

একজন বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বিনা শক্তি প্রয়োগে কোন কিছু গতিশীল হয় না এবং শক্তি একজন প্রয়োগকারীকে চাহে। জড়তা বস্তুর স্বভাব। কোন বস্তুকে শক্তি প্রয়োগে সচল না করিলে, উহা অনন্তকাল পর্যন্ত অচল অবস্থায় থাকিবে এবং কোন সচল বস্তুকে বাধা প্রয়োগ না করিলে উহা অনন্তকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্বাপেক্ষা বড় জ্যোতিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র পরমাণু পর্যন্ত প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত গতিশীল। কে তাহাদিগকে গতি দিল? এই প্রশ্নে ঠেকিয়াই মহা বৈজ্ঞানিক আইনষ্টীন বিশ্ব-পরিচালনাকারী এক মহাশক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মহাশক্তি নহেন, বরং সর্বশক্তিমান। চোখে দেখি না বলিয়া নাস্তিক যাঁহাকে অস্বীকার করে, এ সেই সৃজনকারী খোদা যিনি প্রত্যেককে গতিশীল করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলিয়াছেন, ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ... وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ * "ইহা অমোঘ বিধান সেই সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞের। .....প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে গতিশীল।" (সূরা ইয়াসীন ৩য় রুকু)।

২। প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়ের পিছনে কোনো না কোন কারণ রহিয়াছে, খোদার অস্তিত্বের পিছনে কি কারণ আছে?

যেহেতু প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়ের পিছনে কোনো না কোনো কারণ থাকে, সেই জন্য বৈজ্ঞানিক ও বিকৃত চিন্তাশীলগণের মন কারণের পিছনে অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে খোদার পিছনে কারণের অনুসন্ধান করে? সৃষ্ট বস্তু ও বিষয়ের পিছনে কারণ থাকে। কিন্তু মূল স্রষ্টার পিছনে আর কোনো কারণ থাকিতে পারে না। সকল কারণ খোদার নিকট গিয়া শেষ হইয়াছে। তিনি প্রত্যেক বস্তু এবং বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ "বল: পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকে আরম্ভ করেন।" (সূরা আন কবুত—২য় রুকু)। তিনি মূল সৃজনকারী। তিনি কারণেরও সৃষ্টিকর্তা। কোনো কারণ খোদাকে অস্তিত্বে আনিয়া থাকিলে, খোদাতায়ালা আদি কারণ এবং সৃজনকারী থাকেন না। সুতরাং আদি সৃজনকারীর পিছনে কোনো কারণের প্রশ্ন উঠে না। কারণ সে অবস্থায় তিনি আর সৃষ্টিকর্তা থাকেন না। অথচ যুক্তির ধারায় পরিণামে গিয়া এক পরম, পূর্ণ ও স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন, যাহার পরে আর কিছু থাকিতে পারে না। যেমন একের আগে আর কোনো সংখ্যা নাই। খোদা সেই পূর্ণ এক। তিনি সবের মূল ও আদি কারণ। তাঁহার পিছনে আর কোন কারণের প্রশ্ন অচল, অযৌক্তিক ও বাতিল।

৩। খোদা যদি পূর্ণ ভাল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে ন্যায় ও অন্যায় এবং ভাল ও মন্দ কেন আছে?

আল্লাহতায়ালা সূরা ইমরানের ২০শ রুকুতে বিশ্বের সৃষ্টি কৌশলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। যাহার ফলে পরিণামে আমরা কুরআনের ভাষায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইব, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ "হে আমাদিগের রব! তুমি কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করে নাই। তুমি সকল দোষ হইতে মুক্ত।" (সূরা ইমরান ২০-রুকু)।

প্রকৃতপক্ষে যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে, তাহা হইলে সে ইহা স্বীকার না করিয়া পারিবে না যে, সৃষ্ট কোন বস্তুই মন্দ নহে। স্বস্থানে প্রত্যেক বস্তুই উত্তম ও কল্যাণদায়ক। কোন বস্তুকে স্থানচ্যুত করিয়া অস্থানে স্থাপন করিলেই উহা মন্দ। ভোজনের

পূর্বে টেবিলে প্রসারিত চর্বচোষ্য লেহ্যপেয় বস্তু সমূহকে কে মন্দ বলিতে পারে? কিন্তু সেই খাদ্যই যখন প্রভাতে দেহের নিম্নদ্বার দিয়া ভিন্ন একরূপ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন টেবিলে কেহ উহা স্থাপন করিবে না। কিন্তু শস্যক্ষেতে কে উহাকে মন্দ বলিবে? সেখানে উহা স্বর্ণবৎ। স্বামীর বিছানায় স্ত্রী সতী ও সকলের সম্মানের পাত্রী, কিন্তু অন্যের বিছানায় সে ঘৃণিত এবং অভিশপ্ত। সুস্থ দেহে বিষ মৃত্যু বিশেষ, কিন্তু ডাক্তারী পরামর্শানুযায়ী রুগীর দেহে উহা জীবন-স্বরূপ। শ্রম দ্বারা অর্জিত অর্থ শ্রমিকের জন্য পবিত্র। কিন্তু উহাকেই কেহ চুরী করিলে, তাহার জন্য অপবিত্র। বিচারে এই ভাবে প্রত্যেক বস্তুই স্রষ্টা নির্দেশিত স্থানে উত্তম ও মঙ্গলপ্রদ। প্রত্যেক বস্তু এবং কর্ম, ব্যবহারের ধারা ও পদ্ধতি দ্বারা ভাল বা মন্দ, ন্যায় বা অন্যায় রূপ পরিগ্রহ করে। ইহা পরম পরিতাপের বিষয় যে মানুষ বস্তু ও শক্তির অপব্যবহার করিয়া উহার মন্দফলের দায়িত্ব খোদার প্রতি আরোপ করে। অথচ আল্লাহ্তায়ালা অপব্যবহার ও অন্যায় কাজ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আদেশানুযায়ী চলিয়া যখন ভাল ফল ফলে, তখন মানুষ উহার প্রশংসা খোদার প্রতি নিবেদন করিতে প্রস্তুত হয় না, স্বয়ং উহা আত্মসাৎ করে। ইহাই কি ন্যায় ও বিচারের রীতি?

আল্লাহ্তায়ালার আদেশ পালন অথবা ভাঙনের দ্বারা পাপ বা পুণ্য হয়। আল্লাহ্তায়ালার আদেশ পালন করিলে, উহা শুভফল-দায়ক হয়। ইহাই পুণ্য। তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে অকল্যাণ হয়। ইহাই পাপ। মানুষের জন্য কোনো বস্তু বা বিষয় ভাল এবং মন্দ বুঝাইবার জন্য সংক্ষেপে পাপ এবং পুণ্য দুই নাম রাখা হইয়াছে। মানুষ তাহার কাজের জন্য এবং সৃষ্টির মাঝে ও সমাজে তাহার স্পর্শে সৃষ্ট অবস্থার জন্য সে দায়ী। মন্দ ফলের জন্য খোদা দায়ী নহেন, মানুষ নিজে দায়ী। যদি কেহ বলে যে খোদা কেন প্রত্যেক জিনিষের এক মন্দ দিক সৃষ্টি না করিয়া উহাকে পূর্ণ ভাল করিলেন না এবং মানুষকে মন্দ করিবার ক্ষমতা দিলেন কেন, তাহা হইলে এরূপ প্রশ্নের অর্থ এই দাঁড়ায় যে খোদা মানুষকে কাজে স্বাধীনতা না দিয়া সকল ভালর এক বিশেষ যন্ত্ররূপে কেন সৃষ্টি করেন নাই? এরূপ হইলে মানুষ আর মানুষ থাকিবেনা।

সৃষ্ট জীব তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।.....১। ফেরেস্তা। ২। মানুষ এবং ৩। প্রাণীসমূহ। ফেরেস্তা অশরীরী জীব এবং তাহারা প্রেরণা বা ঐশী আদেশ দ্বারা পরিচালিত। তাহাদের ইচ্ছা-স্বাধীনতা নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, - وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"এবং তাহারা পালন করে যেরূপ আদিষ্ট হয়।" (সুরা নহল ৬ষ্ঠ রুকু।) সুতরাং তাহাদের কোনো উন্নতি বা অবনতি, পাপ বা পুণ্য নাই। তাহারা তাহাদের কাজের জন্য দায়ী নহে। সুতরাং তাহাদিগের পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নাই। প্রাণী জগত প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। কার্যে তাহাদেরও ইচ্ছা-স্বাধীনতা নাই। তাহাদেরও উন্নতি ও অবনতি নাই এবং তাহারাও তাহাদের কাজের জন্য দায়ী নহে, সুতরাং তাহাদিগের জন্যও কোন পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নাই। সৃষ্টির মাঝে মানুষের স্থান বিচিত্র। সে উপরুক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাহাকে প্রেরণা ও প্রবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়া ভাল ও মন্দের মধ্যে বিচার করিবার ক্ষমতা সহ কর্মে ইচ্ছা-স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। প্রেরণা তাহাকে উর্ধে ডাক দেয় এবং প্রবৃত্তি তাহাকে নীচে টানে। ইচ্ছা ও কর্মে স্বাধীনতা থাকায়, আল্লাহ্র আদেশ পালন করিয়া সে সৎকর্মের দ্বারা উর্ধগামী হইয়া সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত ফেরেস্তাকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, অথবা আল্লাহ্তায়ালার আদেশ ভঙ্গ করিয়া অসৎকর্মের দ্বারা পশুর স্তরে নামিয়া যায়। প্রত্যেক যুগে অধঃপতিত মানব মণ্ডলির বিকৃত বিচার শক্তিকে আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত নবী আসিয়া ঠিক

করিয়া দেন। মানুষ এক সীমা পর্যন্ত মন্দ হইতে পারে। তাহার নীচে নামিলে সে ধৃত হয় এবং শাস্তি প্রদত্ত হয়। তাহার দুকর্মের জন্য সে আংশিক-ভাবে ইহ জগতে এবং পূর্ণভাবে পরলোকে শাস্তি লাভ করে। অধোগতিতে মানুষকে এক সীমায় থামাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু উর্ধগতিতে তাহার জন্য অসীম উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত। সেই জন্য শাস্তি ইহকাল বা পরকালে সীমাবদ্ধ কিন্তু উন্নতি সীমাহীন। মানুষকে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অবাধ্য হইবার ক্ষমতা দিয়া নিজ কৃতকর্মের কুফল হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া, সংশোধনান্তে অসীম উন্নতি করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে সীমাবদ্ধ ভ্রান্তি ও অবাধ্যতা করিবার স্বাধীনতা দিয়া, তাহার জন্য অসীম উন্নতির দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার সেই স্বাধীনতা যদি হরণ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সে হয় ফেরেস্তা হইবে নচেৎ জন্তু। তখন আর তাহার উন্নতি বা অবনতি বলিয়া কিছু থাকিবে না। এই জগত তখন ভিন্নরূপ ধারণ করিবে। তখন নবী রসুল, সাধু সন্ন্যাসী, দার্শনিক সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও নাস্তিক বলিয়া কেহই থাকিবে না। তখন এ জগত উন্নতিহীন পশু জগতে পরিণত হইবে এবং মানুষ পশু জগতের একাংশ হইয়া যাইবে, যেরূপ সে আদিতে ছিল। আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে তাঁহার প্রতিনিধি (খলিফা) হিসাবে সৃষ্টির মাঝে প্রভু করিয়া সৃজন করিয়াছেন। রাজ প্রতিনিধির ভাঙাগড়ার ক্ষমতা থাকে। তদনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে ভাঙাগড়ার ক্ষমতা দিয়াছেন। তাহার হাত পা বাঁধিয়া দিলে সে প্রতিনিধি থাকিত না। মানুষ আল্লাহতায়ালা-প্রদত্ত স্বাধীনতা বলে ন্যায় ও অন্যায় করিতে সক্ষম। কিন্তু তিনি অন্যায় হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দিয়াছেন।

যেহেতু মানুষ অন্যায় করে এবং দুঃখে নিপতিত হয়, সেই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অপার করুণায় বিষঘ্ন ঔষধরূপে বহু বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা বাহ্যিকভাবে দেখিতে মন্দ হইলেও অন্যায়কারীদের কৃতকর্মের কুফল অপনোদনের জন্য ধ্বনন্তরীর কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং মন্দ ও অন্যায়ের জন্য মানুষ অপরাধী, খোদাতায়ালা দায়ী নহেন। তিনি পবিত্র এবং ক্ষমাশীল।

৪। কোন সৃজনকারী খোদা ছাড়াই বিনা পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যে সৃষ্টিধারার এক নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে।

ত্রুটিহীন নিয়ম শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত এই বিশাল বিশ্ব, যাহার বৃহত্তম গ্রহ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণু পর্যন্ত প্রত্যেকটির মধ্যে নিখুত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য পরিদৃশ্যমান, উহারই মাঝে সৃষ্টি ধারায় এক নির্দিষ্ট সময় ও পর্যায়ে সৃষ্টির সেরা মানব বিনা সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে এবং পরিকল্পনা বিহীন উদ্ভূত হইয়াছে বলা কি কোন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মুখে সাজে? ত্রুটিহীন নিয়ম শৃঙ্খলা এক সর্বশক্তিমান নিয়ন্ত্রতার; সৃষ্টি ধারা এক মহান সৃজনকারীর এবং নির্দিষ্ট সময় ও পর্যায়ে মানবের উদ্ভব এক উদ্দেশ্যময় নির্দেশকারীর অস্তিত্বের অভ্রান্ত ও অকট্য প্রমাণ দিতেছে। খোদা চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন, افحسبتم انما خلقنا كم عبثا "তোমরা কি ভাবিতেছ যে আমরা তোমাদিগকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছি?' (সুরা মুমেনুন—শেষ রুকু)। ما لكم لا ترجون لله وقارا ٥ وقد خلقكم اطوارا ٥ "তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রাজ্ঞতা ও স্থৈর্য আশা কর না? এবং তিনি তোমাদিগকে ক্রমঃবিবর্তনের নিয়মে বিভিন্ন আকার এবং অবস্থার মধ্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।" (সুরা নূহ—১ম রুকু)।

মানুষের সৃষ্টি তত্ত্ব এবং তাহার প্রকৃতি ও কার্য ধারা অনুধাবন করিলে, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য

সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইবে। তাহার জীবনের প্রতি মূহুর্তের উদ্দেশ্য পূর্ণ কর্ম ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে, কে তাহার সৃষ্টিকে উদ্দেশ্যবিহীন বলিতে পারে। সৃষ্টির ধাপে ধাপে উদ্দেশ্য পরিদৃশ্যমান। এক সৃষ্টি আর এক সৃষ্টির উদ্দেশ্য নির্দেশক এবং সকল সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানবকে নির্দেশ করিতেছে। এরূপ ত্রুটিহীন সৃষ্টির মাঝে মানুষের সৃষ্টি কিভাবে উদ্দেশ্যহীন হইল? খোদাতায়ালা দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণকে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি বাহির করিবার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন।

وهوالعزيز الغفور ٥ الذى خلق سبع سموت طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ٥

"এবং তিনি সর্বশক্তিমান, ক্ষমাশীল, যিনি সপ্ত আকাশকে বিন্যাসের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন। রহমানের সৃষ্টির মধ্যে তুমি কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। ভাল করিয়া দেখ! তুমি কি কোনো ত্রুটি দেখিতে পাও? হাঁ, আবার, তুমি গবেষণা করিয়া দেখ। তোমার দৃষ্টি হতবুদ্ধি এবং ক্লান্ত হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া যাইবে।" (সুরা মুলক—১ম রুকু)। যে যত গভীর ভাবে সৃষ্টি-কৌশলের প্রতি অভিনিবেশ করিবে, তাহার নিকট তত বেশী উহার প্রত্যেক স্তরে স্তরে সীমা নির্ধারণ, পরিকল্পনা, পরিমাপ ও পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,

ان كل شئ خلقنه بقدر -

"নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিত ওজনে সৃষ্টি করিয়াছি।" (সুরা কমর—৩য় রুকু)। বিশ্বের প্রতিটি কণা সাক্ষ্য দিতেছে যে প্রকৃতির সর্বত্র পরিমাণ, হিসাব ও সমতা বিরাজমান। এরূপ না হইলে প্রকৃতির গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অসম্ভব হইত। সুতরাং ত্রুটিহীন নিয়ম, শৃঙ্খলা, পরিমাণ 'পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য' সমতা ও হিসাবের দ্বারা সদা সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্ব এবং উহার মধ্যে প্রভূরূপে স্থাপিত সৃষ্টির সেরা মানবের উদ্ভব স্রষ্টা ছাড়া উদ্দেশ্যহীন হইয়াছে বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও বাতিল।

৫। আদিম মানব প্রকৃতির মধ্যে অহরহ বিপদ ও বিপৎপাতে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া উদ্ধারের জন্য খোদার অস্তিত্বের কল্পনা সৃষ্টি করে।

আদিম মানুষ বিপদের ভয়ে বাঁচিবার জন্য যদি কল্পিত খোদার ধারণা সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং ভয়ই যদি খোদার ধারণার জন্মদাতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আজিকার মানব প্রকৃতির মাঝে কতখানি নিরাপদা আদিম কালে শুধু বনের হিংস্র জীবজন্তু এবং ঝড় ঝঞ্ঝার ভয় ছিল। বর্তমান যুগে বনের হিংস্র জীব জন্তুর বিপদ কমিয়াছে, কিন্তু উহাদের স্থান দেহের মধ্যে বহু মারাত্মক ব্যাধির অদৃশ্য বীজানুর প্রাদুর্ভাবে মরণ ভীতির কারণ কিছু মাত্র কমে নাই। প্রাকৃতিক বিপদ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদিম মানবের স্বজাতির দিক হইতে তেমন বিপদের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু আজ স্বজাতির ভয় তাহার সর্বাপেক্ষা বেশী। বিশ্বব্যাপি যে যুদ্ধে সাজ ও মরণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগীতা চলিতেছে এবং জাতি সমূহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে যে দলন ও পীড়ন চলিতেছে, উহাতে আশু বিশ্ব ধ্বংসের যে শঙ্কা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, উহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। সমষ্টিগতভাবে আজিকার মানব আদিম মানব হইতে সহস্র গুণ বেশী বিপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সকল দিক দিয়া বেশী ভীতির মধ্যে নিপতিত। ভয়ই যদি খোদার ধারণা আনিয়া থাকে, তাহা হইলে অধিক ভয়ের মধ্যে পড়িয়া আজ মানব নাস্তিক হয় কেমন করিয়া? তাহার দর্শন এবং বিজ্ঞান কি তাহাকে বাঁচাইবে বলিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে? কখনও না। দর্শন এবং বিজ্ঞান তাহাকে বাঁচাইবে না এবং ভয়ও খোদার অস্তিত্বের ধারণার জন্মদাতা নহে।

বিপদের ভয় খোদার অস্তিত্বের ধারণার জন্মদাতা বা আবিষ্কারের কারণ নহে। সৃষ্ট মানবের প্রতি ভালবাসাই তাহার নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের কারণ। বনের পশুর ভয়ে পলায়িত গুহাবাসী মানবগণের ভয় নিরসনের জন্য তাহাদেরই মধ্য হইতে একজনকে তিনি নিজ বাণী দ্বারা সম্মানিত করেন এবং তাহাদিগকে গুহা হইতে বাহির হইয়া বাগানে আসিয়া ঘর বাঁধিয়া সমাজ করিয়া একত্রে বসে করার আদেশ দেন। যে বিপদের স্থান হইতে পলাইয়া তাহারা গুহায় গিয়া নিরাপদ হইয়াছিল, সেই নিরাপদ স্থান হইতে বাহির হইয়া পুণঃ বিপদের স্থানে আসিয়া বাস বাহ্যতঃ ধ্বংসাত্মক মনে হইয়াছিল। এই জন্য একদল বিরোধিতা করিয়াছিল কিন্তু পরিণামে ইহাই নিরাপত্তার কারণ হইল। ইহাতে আদেশ পালনকারী বিশ্বাসীর দলের মনে খোদার ভালবাসা ও অস্তিত্বের বিশ্বাস মূল গাড়িয়া বসিয়া যায়। অনুরূপ ভাবে প্রত্যেক ভ্রান্তি এবং তজ্জনিত সৃষ্ট বিপদাবলীর যুগে যুগে আল্লাহ্‌তায়ালা নবীর আবির্ভাব করিয়া মানবজাতিকে বিপদ এবং ধ্বংস হইতে বাঁচিবাম ও তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য আহ্বান দিয়াছেন। যাহারা সংশোধিত হইয়াছে, তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে ও পুরস্কার পাইয়াছে, কিন্তু যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ধ্বংসের সংবাদ ও ভীতি তাহাদিগকে সদা পূর্বাহ্নে দেওয়া হইয়াছে, নমুনা স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীগণের নিরাপত্তার ও অবিশ্বাসীগণের শাস্তির কিছু কিছু নিদর্শনও তাহাদিগকে দেখান হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক ভীত হয় নাই এবং নিজেদের সংশোধন করে নাই। পরিণামে তাহারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

খোদা কথা বলেন

খোদাতায়ালা পূর্বে যেমন কথা বলিতেন, আজও তিনি তেমনি কথা বলিয়া থাকেন। পবিত্র কুরআনে তিনি জানাইয়াছেন,

واذا سالك عبادى عنى فانى قريب ط
اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا
لى و ليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ٥

"এবং আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল আমি নিকটে আছি। বিনীত প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি উহার উত্তর দিয়া থাকি। অতএব তাহাদের কর্তব্য আমার ডাকে সাড়া দেওয়া এবং আমার উপর বিশ্বাস আনা, যাহাতে তাহারা সত্য পথে চলিতে পারে।" তাঁহার কথা কোন দিন শেষ হইবে না। (সুরা বকর আয়াত—১৮৭)।

و لو ان ما فى الارض من شجرة اقلام
و البحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت
كلمت الله ان الله العزيز حكيم *

"এবং পৃথিবীর সকল গাছ যদি কলম হইত, এবং সমুদ্র কালি, আরও সাত সমুদ্রের পানি উহাতে দেওয়া হইত, আল্লাহ্‌র কালাম কখনও নিঃশেষ হইত না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।" (সুরা লুকমান—৩য় রুকু)।

প্রত্যেক অন্ধকার যুগে যখন চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিতগণও খোদাকে হারাইয়া বসে, তখন খোদা তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে স্বীয় জীবিত বাণী দিয়া ঘোর তমসা ভেদ করিয়া জলদমন্দ্রে ডাক দিয়া উঠেন, "আমি আছি" এবং সেই মহাপুরুষের মাধ্যমে তাঁহার অস্তিত্বকে দ্বিধাহীন ভাবে প্রকাশিত করেন, যাহার ফলে অনুগামীগণ সংশোধিত ও পবিত্রকৃত হয় এবং তাহারা জীবনে প্রশান্তি লাভ করে। এই অনুগামীর দল প্রগতিশীল হয় এবং জগতে বিস্ময়কর পরিবর্তন আনয়ন করে এবং এক নূতন সভ্যতা স্থাপন করিয়া উহাকে চরমে পৌঁছাইয়া দেয়।

কিন্তু প্রগতির ধারায় এই জাতি পার্থিব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ খোদার সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া পড়িতে থাকে। সভ্যতা যখন তাহাদের চরম শিখরে উঠে, তখন মানবতা তাহাদের নিম্নতম ভাটায় নামিয়া যায়। ধর্মহীন এই সভ্যতা মানুষের সুখ ও শান্তির কারণ না হইয়া দুঃখ ও অশান্তির কারণ হয়। জাতির এইরূপ দুর্দিনে প্রেমময় খোদা আবার নবী প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া শান্তির দিকে আহ্বান জানান। এইরূপ যুগ সন্ধিক্ষণে পণ্ডিত, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পির কোন অভাব থাকে না। অভাব যাহা থাকে, তাহা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের। এই এক অভাবের কারণেই সভ্যতার ধ্বজাধারীগণ তাহাদের সকল সভ্যতা, শক্তি, বিদ্যাবুদ্ধি ও জাগতিক সর্ববিধ আয়োজনসহ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং নবী একা এক খোদার উপর জীবন্ত বিশ্বাস লইয়া জগতের সমস্ত বিরোধীতার মোকাবেলায় জয়যুক্ত এবং জামাতসহ বিপদ মুক্ত হইয়া যান। নমরুদ, ফেরাউন, হামান ইত্যাদি ব্যক্তিগণ এইরূপ যুগ সন্ধিক্ষণে প্রবল প্রতাপে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তাহারা হযরত নূহ, হযরত মুসা (আঃ) ইত্যাদি, যে সকল নবীর মোকাবিলা করিয়াছিল, তাঁহারা অসহায় ছিলেন। নমরুদ, ফেরাউনরাই তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ ও সভ্যতাসহ বিনষ্ট হইলা গিয়াছিল। কিন্তু নবীগণ শান্তিপূর্ণ নূতন জাতীয় জীবন ও সভ্যতার স্থাপন করিয়া যান। এই যুগেও এক সাবধানকারী নবী আসিয়া সমস্ত জগতবাসীকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন, "হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ! হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে না॥ আমি শহর-গুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব-শূন্য পাইতেছি।

সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবন করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এ দেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শান্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট এবং যে তাঁহাকে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

(হকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ খ্রীঃ অঃ। পৃঃ ২৫৬—৫৮)।

উপরের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা কি দিনে দিনে প্রকটতর এবং রুদ্রতর মূর্তি ধারণ করিতেছে না? জগদ্বাসী কি উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা নিত্য নূতনরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে না? বিপদের ভীতি কি দিনে দিনে বর্ধিত হইতেছে না? ভয়ই যদি খোদাকে মানিবার কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আজ কি জগদ্বাসীর এক যোগে খোদাকে মানিবার সময় হয় নাই? এখনও কি তাঁহার প্রেরিত পুরুষের ডাকে সাড়া দিয়া, তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া নিরাপত্তার কবচ ধারণ করা তাহাদিগের কর্তব্য নহে? খোদাকে অস্বীকার ধ্বংসের কারণ এবং নবী নির্দেশিত পথে তাঁহার উপর বিশ্বাস বিপন্মুক্তির কারণ। দার্শনিক ও নাস্তিক ভ্রান্ত যুক্তি দিয়া মানুষের মনকে খোদার ধারণা মুক্ত করিতে চাহে, কিন্তু তাহাদের নিকট ভয়মুক্ত ও নিরাপদ করার কোনো আশ্বাস ও ব্যবস্থা নাই। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত পুরুষ মানবকে নিদর্শনাবলী

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ন্যায় বিচারক মাহ্‌দী

মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ

বিচিত্র এই ধরণী। এখানে হাসি-কান্না, আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলার অন্ত নেই।

বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে করতে হয় বিপুল সংগ্রাম। আর এ সংগ্রামটা তার একটা গুণ। পাহাড় পর্বত, নদী সাগর, আকাশ-পাতাল, মরুপ্রান্তর পার হতে সে দ্বিধা বোধ করে না।

কত উচ্চ অভিলাষ নিয়ে সে বালু চরে বাসা বাঁধে। মরুভূমিতে ফুল ফুটানোর জন্য সে চেষ্টা করে। পৃথিবীকে ফলে ফুলে সুশোভিত করে সুন্দর করতে চায়। ফলে জগতের রূপ দেখে আমরা চমৎকৃত হয়ে থাকি। আবার এই মানুষের দ্বারাই পৃথিবী অসুন্দর ও অশান্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অন্যায়ের বশবর্ত্তী হয়ে নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন এই মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এই যখন অবস্থা, তখন বিধাতা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে অন্ধকারের পথ হতে আলোর পথে আনার জন্য তাঁহার মনোনীত পুরুষ অর্থাৎ নবী রসুলকে প্রেরণ করে মানুষকে আলোর পথ প্রদর্শন করেছেন।

এই নবী রসুলগণের সম্মুখে যারা রুখে দাঁড়ায় তারা বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জগতে মাত্র তাদের কলঙ্কের অংশটুকু রয়ে যায়। যেমন নমরূদ, ফেরাউন, আবু জেহেল।

আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে বলেছেন, "মানুষকে আমরা শ্রেষ্ঠ উপাদানে সৃষ্ট করেছি। অতঃপর (কর্মফলে) তাহাকে উপনীত করেছি হীনতার নিম্নস্তরে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সময়োপযোগী সৎকাজগুলো সমাধা করেছে, তাহদের জন্য রয়েছে অনন্ত পুরস্কার।' (সুরা—তীন)।

মানুষ যখন অজ্ঞতার সাগরে নিমজ্জিত হয়, তখন প্রভু দয়া পরবশ হয়ে রসুল প্রেরণ করেন। সমাগত নবীর উপর বিশ্বাসই তখন মানুষের মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে।

বর্তমান যুগে বিশ্বে আরম্ভ হয়েছে নূতন অভিনয়। আল্লাহ্‌তায়ালার নিষেধ সত্ত্বেও, "সিসা গলিত প্রাচীর স্বরূপ" মুসলিম বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ল। বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েই ইতি হলো কোথায়? একে অপরকে কাফের ভণ্ড বলতে সঙ্কোচ বোধ করল না। পরিতাপ! তাদের একদল অপর দলকে হত্যা করলে নাকি সোজাসুজি আল্লাহ্‌র বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। ফলে ইসলামকে করেছিল কলহের বসতবাটী। কিন্তু সত্যি কি ইসলাম ইহাই! মানবকুল শিরোমণি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্মান,

---

(আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের অবশিষ্ট)

সহ ঐশী প্রেম ও কল্যাণে অভিষিক্ত করিতে এবং সকল বিপদ হইতে নির্ভয় করিতে ও নিরাপত্তা দিতে আসেন। এই দুই দল ও তাহাদের পরিণামের এত ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্তমান যে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন এ প্রশ্ন থাকিল না যে, খোদা আছে কি নাই। বরং প্রশ্ন থাকিল, তাঁহার উপর বিশ্বাস আনিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার ও আসন্ন ধ্বংস হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবার আগ্রহ কাহারও আছে কিনা? ধ্বংস এবং নিরাপত্তা ও সাফল্য, এতদুভয়ের মধ্যে মানব এখন কোন সওদা গ্রহণ করিবে? নিশ্চয় মঙ্গলর সওদাই সে গ্রহণ করিবে এবং আমরা ইহাই কামনা করি। (ক্রমশঃ)

★

অর্থ, অবৈধ করেন। তা'হলে তারা আল্লাহ্‌র বেহেশতে যাবে না, বরং ইবলীসের আবাস ভূমিতে যাবে।

বর্তমান যুগ সম্বন্ধে মহানবীর গুরুতর ভবিষ্যবাণী রয়েছে। ভুল বুঝাবুঝির ফলে ইসলামের আভ্যন্তরীন মতবিরোধ ও বিবাদগুলোর সমাধানের সুষ্ঠু সূত্র পেশ করা এবং অন্যান্য ধর্মের অন্যায় ও আক্রমণ প্রতিহত করে ইসলামকে পুনঃ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেবার জন্য তিনি এক মহাপুরুষের সু-সংবাদ দিয়ে ধর্মপ্রাণ প্রতিটি মানুষের অন্তরে নব-প্রাণ ও আলোর সঞ্চার করেছেন। যুগে যুগে প্রার্থনা করে চলছে নবী-প্রিয় মুসলিমেরা—

"অজস্র রহমত বর্ষিত হউক এ রসুলের উপর"। সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষ বর্তমান যুগে এক 'حكم عدل' অর্থাৎ "ন্যায়-বিচারক"-এর আগমনের ভবিষ্যবানী করে গেছেন। লক্ষ্য করুন প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ সম্বন্ধে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রদত্ত উপাধি কত অর্থপূর্ণ। ন্যায় বিচারক না হলে এ সমস্ত গোলযোগের সুষ্ঠু সমাধান করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? সময়মত তিনি এ জগতে আগমন করেছেন। এখন আমরা ইসলামের আভ্যন্তরীন অবস্থার প্রতি লক্ষ করে বহু কু-সংস্কার দেখতে পাই।

ইসলামের মূলমন্ত্র তওহিদের স্থলে সংখ্যাতীত শেরেক ও বেদাত এবং পূণ্যের স্থলে কতগুলো সামাজিক কু-প্রথা পরিলক্ষিত হয়।

হরেক রকমের পূজা (যথা কবর পূজা, পীর পূজা) দেখে মনে হয় একটা নূতন শরীয়ত চালু হচ্ছে। হত্যা, সম্পত্তি হরণ, তাকওয়াহীন দুষ্কার্যের অন্ত-নেই। ব্যবহারিক জীবনের উৎকর্ষতা ছিল মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য বুঝবার মাপকাঠি।

এইতো গেল মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীণ রূপের একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা। অপর দিকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ সহজ সরল মুসলমানকে ধোকা দেবার জন্য মনগড়া কাহিনী ও অভিনব সূত্রের আবিষ্কার করেছে।

ইসলামের বিনাশ সাধনের জন্য অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ সাধারণতঃ এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ বিশেষতঃ অত্যন্ত কর্মতৎপর। তাহারা ইসলামকে নির্মূল করতে চায়।

যীশুকে ঈশ্বর এবং তাঁহার "রক্তদানে" বিশ্বাসী হলেই জান্নাতের দ্বার সহজে খুলে যাবে বলে বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। আর এ রক্তদান বা প্রায়শ্চিত্তবাদ অসংযম, স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্মদাতা। ইহা খোদাভীরুতা ও হৃদয়ের সুচীতা নষ্ট করেছে এবং এভাবেই ইসলামের ক্ষতি সাধন করেছে। খ্রীষ্টানরা যীশুকে ঈশ্বর পুত্র বলে প্রচার করে অংশী-বাদের প্রথম বীজ বপন করেছে। অথচ ইঞ্জিল হতে প্রমাণ হয় না যে, ঈশ্বর বহু। যীশুতে বিশ্বাসী হলে অনায়াসে স্বর্গে প্রবেশ করা যায় বলে তাদের ধারণা, কারণ যীশু ঈশ্বর পুত্র। অথচ বাইবেল হতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং পাপে ভরা ছিল যেমন, "নিজপুত্রকে পাপময়-মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে পাঠাইয়া দিয়া মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন।"

(রোমীয় ৮:৩)।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে, কর্ম ফল ভোগ করতে হলে মানুষকে বার বার পৃথিবীতে জন্ম লইতে হয়।

কাজের তারতম্য হিসেবে মানুষকে পশু-পক্ষী, সাপ, বেং, কীট-পতঙ্গরূপে জন্ম নিতে হয়।

বারংবার জন্মের ফলে যখন সে প্রায় পাপমুক্ত হয়, তখন সে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারে এবং কিয়ৎকাল সুখ-সম্ভোগে থাকার পর অবশিষ্ট পাপের জন্য জন্মচক্রে পড়তে হয়, কারণ আত্মা নাকি নির্দ্দিষ্ট এবং সর্বদা স্বর্গে অবস্থান করলে কিয়দ্দিনের মধ্যে ধরা মানবশূন্য হয়ে পড়বে। হিন্দুদিগের নিকট ঈশ্বর এত অক্ষম ও ছোট?

অপর দিকে বৌদ্ধগণ জন্মান্তরে বিশ্বাসী অর্থাৎ তাদের মধ্যে যতদিন কামনা, বাসনা, ইচ্ছা অভিলাষ বর্তমান থাকে ততদিন মুক্তি অসম্ভব।

কিন্তু মানুষ মরণশীল। তাই মরণ সময়ে যে বাসনা মানুষের মধ্যে থেকে যায়, তা পূরণের জন্য জন্ম নিতে হয়। হিন্দুদের মতে পাপের ফলে আত্মাকে পুনর্জন্মের চক্রে পড়তে হয়, আর বৌদ্ধদিগের মতে আত্মার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য আত্মকে জন্মান্তরের চক্রে পড়তে হয়। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সে কেন সাপ, ব্যাঙ, কীট, পতঙ্গ হয়ে জন্মলাভ করবে? যদি তা'হয় তবে প্রত্যেক কামনা ও অভিলাষ কি মন্দ? সাধু, অবতার ধর্মগুরুদের অভিলাষকে কোন গণ্ডিতে স্থান দেওয়া যাবে? কারণ তাদের বাসনা ভৌতিক স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়।

সুতরাং এ কুসংস্কার ও ভ্রান্ত এবং উদ্ভট ধারণা দূরীকরনার্থে ন্যায় বিচারক মাহ্‌দী (আঃ) জগৎবাসীর সম্মুখে দু'টি সুষ্ঠু দৃঢ় পন্থা পেশ করেছেন।

(১) "ইসলামের আভ্যন্তরীন মতবিরোধ গুলোকে কোরআনের মাপ কাঠিতে যাচাই করতে হবে। কোরআনের মাপকাঠিতে, যাহা সঠিক উহা গ্রহণীয়, অন্যগুলো বর্জনীয়।"

দুঃখের বিষয় বহুলোক কোরআনের উপর হাদিসকে স্থান দিয়ে থাকে এবং হাদিসকে অগ্রগণ্য মনে করে। ইহা মারাত্মক ভুল। হাদীস কোরআনের অধীন, কিন্তু কোরআন হাদীসের অধীন নয়।

কোরআন আল্লাহ্‌র বাক্য আর হাদীস আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট রসুলের বাণী। সুতরাং কোরআনের অনুকুল হাদীস গ্রহনীয় হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার কথা আল্লার কথাকে রদ করে না এবং আল্লার কথা আমার কথাকে রদ করে এবং আল্লার কথা রদ হয় তাঁহার কথা দ্বারা"।

(দারকুতনী ও মেশকাত)।

(২) অন্যান্য ধর্মালম্বীদের বৈষম্য সমাধানের জন্য তাদের দাবী এবং সে দাবীর প্রমাণ তাদের ধর্মগ্রন্থ হতে পেশ করতে হবে।

উপরে আমরা খ্রীষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধদের আকিদা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিয়াছি। তাদের উদ্ভট বিশ্বাসের সন্ধান তাদের ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

এখন দেখুন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কত সহজ অথচ সুষ্ঠ ও দৃঢ় পন্থা জগতের সম্মুখে পেশ করে মহা নবী মোস্তফা (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 'حكما عدلا' (অর্থাৎ ন্যায় বিচারক) কে পূর্ণ করেছেন।

এই দুটি পন্থার অনুসরণ করে বিশ্ববাসী সহজেই ভুল বুঝাবুঝি হতে রক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যথায় হতাশা ছাড়া গতি নেই। কত উত্তম ব্যবস্থা হযরত মাহ্‌দী (আঃ) মানুষকে দিয়েছেন। বহুলোক এখনও এই সুত্রের সদ্ব্যবহার করে নাই, বরং নিজ গরিমায় ও আত্মাভিমানে ভুল পথে চলিতেছে এবং কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। কিন্তু যুগে যুগে আল্লাহ্‌তায়ালা ঈমানের আলোকোজ্জ্বল যুক্তির দ্বারা অন্ধকারকে দূর করেছে। ইহা খোদাতায়ালার চিরন্তন বিধান।

এর পরিবর্ত্তন নেই। এ যুগে এ উৎসে আগমন করা ছাড়া শান্তির পথ নাই।

হে জগৎবাসী নৈতিক তৃষ্ণা নিবারনের জন্য এই প্রবঞ্চনের দিকে ছুটে এস।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেছেন, "আমি সেই পানি যা সময়মত আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে, আমিই খোদার সেই জ্যোতি যদ্বারা ধর্ম আলোকিত হয়েছে।"

★

সওয়াল ও জওয়াব

মোঃ আনিসুর রহমান সাদেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২০১। প্রঃ—মোসলেহ্ মওউদ সম্বন্ধে রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কি ছিল?

২০২। উঃ—

ان الله يؤتيه ولدا صالحا

অর্থাৎ—আল্লাহ্তায়ালা মসিহ মওউদকে পবিত্র এবং নেক ছেলে দান করিবেন।

২০৩। প্রঃ—شاتان تذبحان (সাতানে তুজবাহানে) এলহামটি কাহার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে?

উঃ—হযরত আবদুল লতীফ শহীদ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ) দ্বারা।

২০৪। প্রঃ—হযরত আবদুল লতীফ (রাঃ) কত সনে শহীদ হইয়াছেন?

উঃ—১৯০৩

২০৫। প্রঃ—লেখরাম কোন সনে মারা যায়?

উঃ—৬ই মার্চ ১৮৯৭ সালে।

২০৬। প্রঃ—আবদুল্লাহ্ আথম কোন সনে মারা যায়?

উঃ—১৮৯৮ সালে।

২০৭। প্রঃ—বিশ্ব ধর্মীয় সভা কোন সনে হইয়াছিল?

উঃ—ডিসেম্বর ১৮৯৬ সনে লাহোরে।

২০৮। প্রঃ—ইসলামী মাসের নামগুলি কি?

উঃ—মহরম, সফর, রবিউল আওয়াল, রবিউসসানী, জমাদিউল আওয়াল, জমাদিউসসানী, রজব, শাবান, রমজান, সাওয়াল, জিলকাদ জিলহাজ।

২০৯। প্রঃ—আবুল বাশার কাহাকে বলা হইয়াছে?

উঃ—হযরত আদম (আঃ)-কে।

২১০। কামরুল আম্বিয়া কাহাকে বলা হইয়াছে?

উঃ—হযরত মির্জা বশির আহমদ (রাঃ)-কে।

২১১। প্রঃ—খলিফাতুল মসিহ্ সানীর লিখিত বিশিষ্ট পুস্তকের নাম কি?

উঃ—দাওয়াতুল আমীর, আনওয়ারে খেলাফত, মিনহাজুত্তালিবিন, আহমদীয়াতের পয়গাম, আহমদীয়াত অথবা হাকিকি ইসলাম, ফজায়েলে কোরান, সিরতে মসিহ্ মওউদ (আঃ)।

২১২। প্রঃ—হযরত মির্জা বশির আহমদ (রাঃ) এর লিখিত বিশিষ্ট তিনটি পুস্তকের নাম কি?

উঃ—সিরাতুননাবী, সিলসিলা আহমদীয়া, হুজ্জাতুল বালেগা।

২১৩। প্রঃ—মাগজুব আলাইহিম বলিতে কাহাকে বুঝায়?

উঃ—ইহুদী জাতীকে।

২১৪। প্রঃ—জাললীন কোন জাতীকে বলা হইয়াছে?

উঃ—খ্রীষ্টান জাতীকে।

২১৫। প্রঃ—পৃথিবীর সমস্ত ভাষার উৎস কোন ভাষা।

উঃ—আরবী ভাষা।

২১৬। প্রঃ—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) কোন পুস্তকে আরবীকে সমস্ত ভাষার উৎস বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন?

উঃ—মিনানুর রাহমান পুস্তকে।

২১৭। প্রঃ—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর এলহামী খোতবাটি কি নামে অভিহিত?

উঃ—খোতবা এলহামীয়া।

২১৮। প্রঃ—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কোন পুস্তকে গুরুনানককে মুসলমান বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন?

উঃ—সত বচন।

২১৯। মসিহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ কোন সনে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল?

উঃ—১৯০৫ সালে।

২২০। প্রঃ—মসিহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ চন্দ্র এবং সূর্য্য গ্রহণ কত সনে লাগিয়াছিল।

উঃ—১৮৯৪ সালে।

২২১। প্রঃ—জামাতে আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফার নাম কি?

উঃ—হযরত হাফেজ মির্জা নাসের আহমদ সাহেব (আইঃ)।

২২২। প্রঃ—তিনি কত সনে খেলাফত লাভ করেন?

উঃ—৮ই নভেম্বর ১৯৬৫ সালে?

২২৩। প্রঃ—তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উঃ—১৯০৯ সালে।

২২৪। প্রঃ—তাঁহার ছেলেগণের নাম কি?

উঃ—মির্জা আনাস্ আহমদ সাহেব। মির্জা ফরিদ আহমদ সাহেব, মির্জা লোকমান আহমদ সাহেব।

২২৫। প্রঃ—তিনি কত সনে ইসলামের তবলিগ উপলক্ষে ইউরোপ সফর করিয়াছেন?

উঃ—৮ই জুলাই ১৯৬৭ সালে।

২২৬। প্রঃ—তিনি কোন স্থানে নুতন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন?

উঃ—কোপেন হেগেনে।

২২৭। প্রঃ—গাম্বিয়ায় আহমদী গভর্ণর জেনারেলের নাম কি?

উঃ—এফ, এম, সিংঘার্টে।

২২৮। প্রঃ—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) কোন রাণীকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিয়াছিলেন?

উঃ—রাণী ভিক্টোরিয়াকে।

২২৯। প্রঃ—কোন বাদশাহ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর কাপড় হইতে বরকত লাভ করিয়াছে?

উঃ—গামবিয়ার গভর্ণর জেনারেল।

২৩০। প্র—উমমুল কিতাব কাহাকে বলে?

উঃ—কোরান শরীফকে।

২৩১। প্রঃ—কোরানের অন্যান্য নাম কি কি?

উঃ—আল-কোরান, আল-জিকির, আল-হাকিম।

২৩২। প্রঃ—উমমুল কোরা কাহাকে বলা হইয়াছে?

উঃ—মক্কা শরীফকে।

২৩৩। প্রঃ—মদিনা পূর্বে কি নামে পরিচিত ছিল?

উঃ—ইয়াসরাব নামে।

২৩৪। প্রঃ—মানবের সৃষ্টির কারণ কি?

উঃ—আল্লাহর এবাদত করা।

(وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ٠)

২৩৫। প্রঃ—এলহামের দ্বার যে খোলা আছে সেই সম্বন্ধে কোরান শরীফ কি বলিয়াছে?

উঃ—ইন্নাল্লাজীনা কালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মাস তাকামূ তাতা নাজ্জালু আলাইহিমুল মালায়েকাতু। অর্থাৎ যাহারা বলে যে, আল্লাহ আমাদের রব এবং ইহাতে কায়েম থাকে তাহাদের উপর ফেরেস্তা নাজিল করা হয়।

২৩৬। প্রঃ—কাফ্‌ফারার বাতিল সম্বন্ধে আল্লাহ্ কি আদেশ দিয়াছেন?

উঃ—লা তাজীরু ওয়াজিরাতুন ইজরা উখরা

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সংবাদ

(১)

রাবওয়া হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, হযরত, আকদাস (আইঃ) স্বাস্থ্য কিছু খারাপ। বন্ধুগণ হুজুরের দীর্ঘায়ু ও পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখিবেন।

(২)

মোকাররম মৌঃ মোহাম্মদ শরীফ সাহেব (গাম্বিয়ার মিশনারী) মোটর দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য বন্ধুগণের খেদমতে দোয়ার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

(৩)

ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশানের ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায়ের মাত্র দুই মাস বাকী আছে। অতঃপর এই চাঁদা গ্রহণ করা হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ে তৎপর হউন এবং শীঘ্র চাঁদা আদায় করিয়া সওয়াবের অধিকারী হউন। অনুরূপ ওয়াকফে জদীদের নববর্ষের তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বহু জমাত নব বর্ষের বাজেট সদরে ও প্রাদেশিক আঞ্জুমানে পাঠায় নাই। সেক্রেটারী সাহেবগণের নিকট শীঘ্র বাজেট প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ রইল।

(৪)

প্রাদেশিক আঞ্জুমানের শূরায় সমস্ত প্রেসিডেণ্ট সাহেবগণ ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা রীতিমত ইসলাহ্-ও-ইরশাদের কার্য বিবরণী পাঠাইবেন. কিন্তু অধিক জমাত হইতে আমরা রিপোর্ট পাইতেছি না। আশা করি এখন হইতে আপনারা রীতিমত ইসলাহ্-ও-ইরশাদের রিপোর্ট পাঠাইয়া আমাদের কাজের সহায়তা করিবেন। বর্তমান বৎসরের লাজেমী চাঁদা আদায়ের মেয়াদ শেষ হইবার মাত্র একমাস বাকী আছে বন্ধুগণ এ বিষয়ে তৎপর হউন এবং বাজেট অনুযায়ী লাজেমী চাঁদা আদায় করিয়া অশেষ সওয়াবের অধিকারী হউন। জামাতের প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটারী মাল সাহেবের বিশেষ দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করা যাইতেছে আশা করি তাহারা নিজ নিজ পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদন করিয়া আল্লাহ্-তায়ালার ফজলের অধিকারী হইবেন।

(সওয়াল ও জওয়াবের অবশিষ্ট)

(لا تزروا وزرة وزر اخرى)

অর্থাৎ—কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা উঠাইবেনা।

২৩৭। প্রঃ—ফেরাউন কে ছিল?

উঃ—ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-এর পরম শত্রু ছিল।

২৩৮। প্রঃ—ফেরাউনের দেহ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোরানে কি বলিয়াছেন?

উঃ—আলইয়াউমা নুনাজ্জী বেবাদানেকা

(اليوم ننجيك ببدنك)

অর্থাৎ—তোমার শরীর আমরা স্মরণের জন্য হেফাজত করিব।

২৩৯। প্রঃ—কোরানের হেফাজতের জন্য আল্লাহ্ কি বলিয়াছেন?

উঃ—আমরা কোরান নাযিল করিয়াছি এবং আমরাই ইহার রক্ষক।

★

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, হযরত আকদাস আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সালেস্, দেশ ও জমাতের মঙ্গল এবং প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য গত বৎসর কতিপয় দোয়া নিয়মিত সংখ্যা অনুযায়ী পাঠ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী মসজিদে মোবারকে (রাবওয়াতে) প্রদত্ত জুমার খোৎবায় হুজুর আরেকটি দোয়া প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

খোৎবায় হুজুর (আইঃ) গত বৎসরে জারীকৃত দোওয়াগুলিও নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত পাঠ করিয়া যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

আপনাদের সুবিধার্থে সমস্ত দোয়া বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ সহ নিম্নে দেওয়া হইল।

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم -

اللهم صل على محمد و ال محمد *

(সোবহানাল্লাহে ওয়া বে-হামদিহি সোবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলে মোহাম্মদ)।

অর্থাৎ—আল্লাহ্ পবিত্র এবং সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ্ পবিত্র এবং মহান।

হে আল্লাহ্ অনুগ্রহ কর মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের উপর।

رب كل شيء خادمك رب فاحفظنا و انصرنا و ارحمنا -

(রাব্বে কুল্লু সাইয়েউ খাদেমুকা রাব্বে ফাহ্ ফাহ্জনা ওয়ান ছুরনা ওয়ান হামনা)

অর্থাৎ—হে প্রভু সবকিছু তোমার খাদেম, হে প্রভু তুমি আমাদের হেফাজত কর, ও সাহায্য কর এবং আমাদের উপর রহম কর।

ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكفرين -

(রাব্বানা আফরেগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়াসাব্বেত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমেল কাফেরিন)

অর্থাৎ—হে, আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দাও এবং আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসীদের উপর জয়যুক্ত কর।

আমাদের প্রিয় ইমামের সময়োপযুগী আহ্বানে সাড়া দিয়া আপনারা আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও ফজলের উত্তরাধিকারী হউন। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদের হাফেজ ও নাসের হউন।

ওয়াসসালাম,

শহিদুর রহমান
সেক্রেটারী ইশলাহ্-ও-ইরশাদ
ই, পি, এ, এ,
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা—১।

★

সূরা আল-মাউন

আহমদ সাদেক মাহমুদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অযাচিত দানকারী (ও) বার বার দয়া প্রদর্শন-কারী সুফলদাতা আল্লাহ্‌র নাম (ও গুণের আশিস ও সাহায্য) লইয়া (পাঠ আরম্ভ করিতেছি)।

শব্দার্থ

أ (আ) = কি

رأيت (রায়াইতা) = তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ

الذى (আল্লাযি) = তাহাকে যে

يكذب (ইউকাযযেবু) = প্রত্যাখ্যান করে

بالدين (বিদ্দিন) = ধর্মকে, বিচার, আনুগত্য (নেযাম), (পুণ্যের) প্রাধান্য, ঐশী-অনুশাসন, এবাদত ; জাতীয় ঐক্যবদ্ধতা, সংশয়মুক্ত থাকা, স্বভাব্বা অভ্যাস, সঠিক প্রচেষ্টা, অদৃষ্ট, ঐশী-বিকাশ

فذالك (ফা যালিকা) = সেই

الذى (ল্লাযি) = যে

يدع (ইয়াছ্‌'য়ু) = তাড়াইয়া দেয়

اليتيم (ল্‌-ইয়াতীম) = এতীম

ولا (ওয়ালা) = এবং না

يحض (ইয়াহুযযু) = উৎসাহ দান করে উদ্বুদ্ধ করে

على (আলা) = উপর, সম্বন্ধে

طعام (তায়ামে) = আহার

পূর্ণ অর্থ

১। (হে পাঠক !) তুমি কি জান সেই ব্যক্তিকে যে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে ?

২। সে ঐ ব্যক্তি যে এতীমকে বিতাড়িত করে।

৩। এবং অচল ও অসহায়ের আহারের জন্য (অন্যান্যদিগকে) উদ্বুদ্ধ করে না।

শব্দার্থ

المسكين (ল্-মিসকীন) = অচল, অসহায়

ويل (ফা-ওয়াইলুন) = সুতরাং দুর্দশা, ধ্বংস

للمصلين (লেলমুসাল্লীনা) = নামাযীগণের জন্য

الذين (আল্লাযীনা) = যাহারা

هم (হুম) = তাহারাই

عن (আন) = হইতে

صلاتهم (সালাতেহিম) = তাহাদের নামায

ساهون (সাহুন) = অবহেলাকারী, উদাসীনী অমনযোগী

الذين (আল্লাযীনা) = যাহারা

هم (হুম) = তাহারাই

يراءون (ইউরাউনা) = একে অন্যকে দেখাইবার জন্য কাজ করে, লোক দেখানো কাজে লিপ্ত থাকে

ويمنعون (ওয়া ইয়ামনাউনা) = রুদ্ধ বা আটক করিয়া রাখে, নিবৃত্ত থাকে।

الماعون (ল্-মাউন) = গৃহের সাধারণ ব্যবহারের জিনিস, পুণ্য, কল্যাণ, উপকার, আনুগত্য

পূর্ণ অর্থ

৪। সুতরাং সেই নামাযীদিগের জন্য দুর্দশা (অবধারিত) রহিয়াছে।

৫। যাহারা তাহাদের নিজেদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন।

৬। (এবং) যাহারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া বেড়ায়।

৭। এবং (যাহারা) সাধারণ ব্যবহার্য সামান্য গৃহ দ্রব্যাদি পর্যন্ত (স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যদিগকে) দিতে নিবৃত্ত থাকে।

*

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা,	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর	,, ,,
৩।	রসুল প্রেমে	,,
৪।	ঐশী বিকাশ	,,
৫।	একটি ভুল সংশোধন	,,
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	,,
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)
৯।	কোরআনের আলো	,, ,,
১০।	মোহাম্মদী মসীহ (ইংরেজী নবীর উত্তরে)	মৌলবী মোহাম্মাদ ,,
১১।	কলেমা দর্শন	,,
১২।	হযরত ঈসা (আঃ) একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	,, ,,
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	,,
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	,,
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	,,
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	
১৭।	মহা সুসংবাদ	

'পরিবেশনে'
জেনারেল সেক্রেটারী
পূঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪নং বকসিবাজার, রোড, ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*